গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৫২

ময়মনসিংহে ৪০ টি সেতু উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী

ময়মনসিংহ (বৃহস্পতিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি.)

ময়মনসিংহ বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নবনির্মিত ৪০ টি সেতু ও ব্রহ্মপুত্র নদের উপর নির্মিতব্য কেওয়াটখালি সেতু ও রহমতপুর সেতু নির্মাণ কাজ ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । এসাথে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি'র) উদ্যোগে বাস ডিপো ও নবনির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী ১৯ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) সড়ক ভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১৫০টি সেতু, ১৪টি ওভারপাস ও নবনির্মিত অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন উদ্বোধন করেন । সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত ১৬২ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন । এছাড়া ময়মনসিংহ জেলায় নির্মাণ কাজের উদ্বোধনযোগ্য সেতুর তালিকায় রহমতপুর সেতু ও কেওয়াটখালি সেতু রয়েছে ।

রহমতপুর সেতু ও কেওয়াটখালি সেতু প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে ময়মনসিংহ জেলা সদরসহ নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুর, শেরপুর জেলার নাকুগাঁও, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, এবং জামালপুর জেলা ধানুয়া- কামালপুরের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান বন্দরের সাথে রাজধানী ঢাকার নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে । পাশাপাশি কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় অঞ্চলের সাথে মূল মহাসড়ক নেটওয়ার্কের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের ফলে ময়মনসিংহ শহরের যানজট নিরসনে সহায়ক হবে । এর মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ২৩টি সেতু রয়েছে যার সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৯০৩.৯২ মিটার এবং মোট ব্যয় প্রায় একশ' ৭৯ কোটি টাকা।

উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রীর সাথে মত বিনিময় সভায় ময়মনসিংহ প্রান্ত হতে যুক্ত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু ,ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন আসনের সংসদ সদস্যবৃন্দ , বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া, রেঞ্জ ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য, জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শওকত আলী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অংগ সংগঠনের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযোদ্ধাগণ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ২০১৫ সালে আমরা ময়মনসিংহকে বিভাগ করে দিয়েছি । নতুন বিভাগ হিসেবে অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যাতে করে ময়মনসিংহবাসী উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে। আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছে তখনই দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা এগিয়ে গিয়েছে। ঢাকার সাথে বিভিন্ন বিভাগের সংযোগ সড়ক ও মহাসড়ক তৈরি আমাদের সরকারের সময়েই হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের প্রেক্ষিতে “ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতুর নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির প্রণীত ডিপিপি একনেক কর্তৃক গত ২৪ আগস্ট ২০২১ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় মোট তিন হাজার দুইশত ৬৩ কোটি টাকা প্রায়। জিওবি এক হাজার তিনশত ৫৩ কোটি প্রায় এবং প্রকল্প ঋণ এক হাজার নয়শত ৯ কোটি টাকা প্রায়। পাশাপাশি ময়মনসিংহ শহরের অদূরের রহমতপুর বাইপাসের নিকটস্থ খাগডহর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর রহমতপুর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০ মে ২০২২খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক প্রায় এক হাজার আটশত ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়।

ময়মনসিংহে কেওয়াটখালি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পূর্ত কাজের আওতায় ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর তিনশত ২০ মিটার দীর্ঘ স্টিল-আর্চসহ ১১০০মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ করা হবে। এই স্টীল আর্চ বাংলাদেশের দীর্ঘতম স্টিল আর্ট সেতু হিসেবে নির্মিত হবে। এছাড়াও এই পূর্ত প্যাকেজের আওতায় ৬৭০.৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের তিনটি সড়ক ওভারপাস নির্মাণ, ২৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি রেল ওভারপাস, ৬.২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এস এম ভি টি স্লো মুভিং ভেহিকেল ট্রাফিক লেনসহ ৪-লেন মহাসড়ক, একটি টোল প্লাজা ও একটি দৃষ্টিনন্দন পর্যটন কেন্দ্র সম্বলিত বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হবে। উক্ত প্রকল্পসমূহ ময়মনসিংহ এলাকার জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করবে।

বিআরটিসির নিজস্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ময়মনসিংহে বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনসাধারণ বিআরটিসির সকল সেবা গ্রহণ করতে পারবে ।ময়মনসিংহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বছরে প্রায় ২৪০০ জন দক্ষ চালক তৈরি সম্ভব হবে এবং ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ সহজতর হবে ।

#

হুদা/দেওয়ান/মনির/রেজভী/রিদওয়ান//২০২৩/১৪.১০ ঘণ্টা